দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2-8-AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

# পাচার হচ্ছে মেধা

## দেশে মূল্যায়ন নেই

### প্রতি বছর ৮ হাজার উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ পেশাজীবীর সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ

রিয়াজ চৌধুরী : বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যে গোটা বিশ্বে যখন চলছে প্রতিযোগিতা তখন বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে মেধা। দীর্ঘদিন থেকে এটা দেখা গেলেও সম্প্রতি মেধাবীদের দেশ ছাড়ার ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। প্রতি বছর ইমিগ্র্যান্ট হয়ে চলে যাচ্ছেন ৪ হাজার তথ্য-প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, শিক্ষক, গবেষক, একাউন্ট্যান্টসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন। গড়ে প্রতিবছর ৫ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন। এদের মধ্যে শিক্ষাজীবন শেষে প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ৪ হাজার মেধাবী দেশে ফিরছেন না। এর ফলে প্রতি বছর ৮ হাজার উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ পেশাজীবীর সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় অধিক সুবিধার প্রত্যাশায় মেধাবীরা দেশ ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশ। এতে বিশ্বের অনেক দেশ উপকৃত হলেও মেধাবীদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ দেশের মানুষ। আইটি স্পেশালিস্ট, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ইমিগ্রেশন কনসালটেন্টদের অভিমত হলো দেশে যথাযথভাবে মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে না। শুধু রেমিটেন্সের লোভ না করে সরকারকে মেধা ধরে রাখার দিকে নজর দিতে হবে। মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন ও কাজে লাগানোর নুতন নতুন ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। তাদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বিদেশে পাচার হওয়া মেধাবীরা দেশে ফিরে আসবে। পাশাপাশি মেধা পাচারের হিড়িক কমে যাবে। দেশ হবে উপকৃত, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি হবে। ওয়ার্ল্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের চীফ কনসালটেন্ট এডভোকেট কাজী রকিবুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে ইনকিলাবকে জানান, কানাডায় ২০০৪ সালে ২ হাজার ৩৭৪ জন মেধাবী মাইগ্রেশন করেছে। গত এক বছরে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, নিউজিল্যান্ডে প্রায় ৪ হাজারের অধিক মেধাবী মাইগ্রেশন করেছে। বিভিন্ন সেক্টরে স্টুডেন্ট ভিসায় প্রতি বছর প্রায় ৫ হাজার ছাত্র দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন বেশীরভাগ স্টুডেন্ট বিবিএ ও আইটি পড়তে যায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমাদের দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যগুলোতে বিবিএ'র মান ভালো নয়। দেশের অস্থিতিশীল পরিবেশ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত সুযোগের ঘাটতির কারণে মেধাবীরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যেতে। এছাড়া অনেকের মতে, মেধাবীরা দেশে তাদের মেধার রিটার্ন পাচ্ছেন না বলে দেশ সেবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলছেন। আগামীতে শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারব্যবস্থা শক্তিশালী করে অর্থনৈতিক নীতিমালার সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে দেশ মেধাহীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে একটা সময় আসতে পারে যখন নেটিভ ল্যান্ডের জন্য অবদান রাখার আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এস আমিনুল ইসলামের মতে, মেধা পাচারের ঘটনা সম্প্রতি সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এ প্রবণতা রোধ করা না গেলে নেটিভ ল্যান্ডের জন্য অবদান রাখার আর কাউকে

পৃঃ ২১ কঃ ৪

# পাচার হচ্ছে মেধা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, ৭০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ থেকে মেধা পাচারের প্রবণতা শুরু হয়। যার ফলে দেশের প্রযুক্তিসহ সার্বিক খাতে মেধা চলে যায় দেশ থেকে। এতে বিশ্বের অনেক দেশ উপকৃত হলেও ক্ষতি হচ্ছে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর। বাংলাদেশের শিক্ষার মান, পারিপার্শ্বিকতা, সেশন জটের কারণে দীর্ঘায়িত শিক্ষাজীবন এবং সর্বোপরি বিশ্বায়নের সুযোগে মেধা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। আগামীতে শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে বাজারব্যবস্থা শক্তিশালী করে অর্থনৈতিক নীতিমালার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সবচেয়ে বড়কথা- শুধু রেমিটেন্স নিয়ে ভাবলে চলবে না, মেধা ধরে রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তা না হলে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তিসহ প্রতিটি খাতে এ দেশের মেধাবীরা অন্যত্র সার্বিক সুবিধা পেলে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। যারা যাবেন তারা আর ফিরে আসবেন না। কাজেই এখনই সময়- এ বিষয়ে নিবিড় গবেষণা-পর্যবেক্ষণ করে মেধাবীদের ধরে রাখার প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ তৈরী করতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশে মেধার যথাযথ বিনিয়োগ হচ্ছে না। দেশে থেকে বিভিন্ন সেক্টরের মেধাবীরা তাদের মেধার রিটার্ন পাচ্ছেন না। এ কারণে দেশ সেবার মানসিকতা অনেকের মধ্যে এখন আর নেই। বাধ্য হয়েই সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের আশায় মেধাবীরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। মূলত দেশ পরিচালনার অভাব, অস্থিতিশীল অবস্থা, দুর্নীতি এর জন্য কম দায়ী নয়। দেশের অবকাঠামো ঠিক হলে এবং মেধাবীদের মূল্যায়নের মানসিকতা সৃষ্টি হলে একদিন হয়তো বিদেশে পাচার হওয়া মেধাবীরা আবার ফিরে আসবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ নিয়ে অনেক শিক্ষক দেশের বাইরে যান। এর মধ্যে ১০ ভাগ ফিরে আসেন না।

সাবেক বিএমএ সভাপতি ডা. রশীদ-ই-মাহবুব বলেন, বর্তমানে দেশের হেলথ সেক্টরে জটিল অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন। মূলত আমাদের দেশের ডাক্তারদের মধ্যে কেউ চাকরি করেন আর কেউ নিজস্ব চেম্বার দেন। চাকরিতে টাকা কম আর আর্থ-সামাজিক কারণে অনেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস দিতে পারছেন না। এছাড়া প্র্যাকটিস করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা অনেকের নেই। তাছাড়া বাংলাদেশে ডাক্তারির কোর্স-কারিকুলাম অনেক পুরনো হয়ে গেছে। ওয়েল ট্রেন্ড এখন তেমন তৈরী হচ্ছে না। যারা ওয়েল ট্রেন্ড হচ্ছেন তারা দেশে থাকছেন না। তিনি বলেন, ঢাকা সিটি এখন বসবাসযোগ্য কি না তা নিয়ে ভাবতে হবে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা আছে কি না তা বোধগম্য নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ ইকরাম আজিজ মুত্তাকী বলেন, দেশের মেধা বিদেশে পাচার হচ্ছে- এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। পরিকল্পিতভাবে জনবলকে কাজে না লাগালে কোনো সম্পদই কাজে আসবে না। ন্যূনতম সুযোগ পেলে স্বদেশেই থাকতে চায় মেধাবীরা। দেশের বাইরে যারা অবস্থান করে তাদের মুখে বেশীরভাগ সময় আমরা শুনি- দেশে সুযোগ পেলে চলে যাবো। তিনি আরো বলেন, শিক্ষাখাতে গত ৫০ বছরে তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা পায়নি জনগণ। গবেষণার ভালো সুযোগ থাকতে হবে, এর জন্য অর্থ থাকতে হবে, মূল্যায়ন থাকতে হবে, তেমনি দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে- সর্বোপরি পেশাজীবীদের ন্যূনতম অনুকূল পরিবেশ কিংবা অবস্থার উন্নয়ন হলে যেটুকু বাইরে যাচ্ছে, সেটুকুও মেধা পাচার হবে না।

একজন টেলিকম বিশেষজ্ঞ জানান, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মসংস্থানের পথ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন- দেশের টেলিকম খাতে যদি দেশীয় উদ্যোক্তারা সামনে আসার সুযোগ পেতেন তাহলে আইটি খাতে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতো। বিদেশী টেলিকম কোম্পানীগুলোর শীর্ষস্থানীয় পদগুলোতে বিদেশীরাই কাজ করে।

সফটওয়্যার রফতানীকারকদের সংগঠন বেসিস-এর সেক্রেটারি জেনারেল সোহেব আহমেদ মাসুদ বলেন, দেশের আইটি সেক্টরের একটি বড় অংশ দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। এতে দেশের অবশ্যই ক্ষতি হচ্ছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার জন্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে আইটি সিট বাড়াতে হবে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইটি ফ্যাকাল্টি নেই সেখানে ফ্যাকাল্টি চালু করতে হবে। পাশাপাশি সফটওয়্যার কোম্পানীগুলো যাতে কর্মসংস্থান করতে পারে সেজন্য সরকারী কাজে কম্পিউটারাইজেশন বাড়াতে হবে। যারা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের ফিরিয়ে এনে মেধাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারী উদ্যোগ জরুরী।